যায়যায়দিন

পত্রিকা ... 4 JAN 2009
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...৪...

নার্সিং কলেজে ছাত্রীদের বিক্ষোভ প্রিন্সিপাল ও শিক্ষকরা অবরুদ্ধ

যাযাদি রিপোর্ট

ইউনিফর্ম নিয়ে জটিলতার কারণে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের (ডিএমসিএইচ) নার্সিং কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ করেছে। তারা নার্সিং কলেজের প্রিন্সিপাল ও টিচারদের কক্ষে তালাবদ্ধ করে তাদের চার ঘণ্টা অবরুদ্ধ রাখে। গতকাল এ ঘটনা ঘটে। বিকালে সেবা পরিদপ্তর ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার পর পরিস্থিতি শান্ত হয়।

জানা গেছে, সকাল ১০টার দিকে বিএসসি নার্সিং ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস শুরু হওয়ার কথা ছিল। এজন্য

৮৬ ছাত্রী ভি-গলা, শর্ট হাতার কামিজের ইউনিফর্ম ও স্কার্ফ পরে কলেজে গেলে প্রিন্সিপাল আখতুন নাহার ছাত্রীদের জানান, ইউনিফর্মটি শালীন নয়। সাদা পোশাকের সঙ্গে স্কার্ফ দেয়া চলবে না। এ কারণে এ ইউনিফর্ম পরে ক্লাসে আসা যাবে না। তাদের নতুন পোশাক পরে ক্লাসে আসতে হবে। এ কথা শোনার পর ছাত্রীরা এর প্রতিবাদ জানায় এবং বিক্ষোভ শুরু করে।

এক পর্যায়ে ছাত্রীরা টিচার্স রুমে প্রিন্সিপাল আখতুন নাহার, হালিমা, মাহবুবা খানম, আঞ্জুমানআরাসহ ১০-১২ জন টিচারকে দ ৮॥ক ৩

নার্সিং কলেজে ছাত্রীদের বিক্ষোভ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তালাবদ্ধ করে দেয়। ওদিকে ছাত্রীরা ইউনিফর্ম মেনে নিতে এবং অশালীন ভাষা ব্যবহারকারী টিচারদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করে। বিকাল পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকে।

ছাত্রীরা অভিযোগ করেন, অনেক টাকা খরচ করে তাদের এ ইউনিফর্ম বানানো হয়েছে। অথচ ইউনিফর্ম কেমন হবে তা জানতে চাওয়ার পরও কলেজ থেকে আগে কিছু বলে দেয়া হয়নি। এখন বলা হচ্ছে, এ ইউনিফর্মে চলবে না। নতুন করে বানাতে হবে। এছাড়া ক্লাসে যাওয়ার পর টিচাররা অশালীন ভাষা ব্যবহার করে। এর প্রতিবাদেই তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন

ফুলহাতার শার্ট কলারের গলাবন্ধ কামিজ কলেজের ইউনিফর্ম হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু ছাত্রীরা তাদের নিজেদের ইচ্ছামতো ইউনিফর্ম তৈরি করে নিয়েছে। এ কারণে টিচাররা আপত্তি তোলে।

জানা গেছে, ঘটনার খবর পেয়ে সেবা পরিদপ্তরের পরিচালক বেগম আকিজুন নাহার ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক একরামুল কবির নার্সিং কলেজে ছুটে আসেন। তারা টিচার ও ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়, দেড় মাস ছাত্রীরা এ ইউনিফর্ম ব্যবহার করতে পারবে।